যুগান্তর

তারিখ ... 19 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬-৮ ...

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

আরও ১৭৫ জনকে নিয়োগ প্রশ্নে রুল হাইকোর্টের

যুগান্তর রিপোর্ট

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
প্যানেলের আরও ১৭৫ জনকে নিয়োগের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল
জারি করেছেন হাইকোর্ট। পৃথক দুটি রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বুধবার বিচারপতি ফারাহ
মাহবুব ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ থেকে এ রুল
জারি করা হয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা
হয়েছে। রিটের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া এবং রাষ্ট্রপক্ষে
ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাতুল করিম।
রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০০৯ সালে
দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। এরপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে নিয়োগের জন্য ২০১২
সালের ৯ এপ্রিল মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। নিয়োগের জন্য মোট উত্তীর্ণ হন ৪২ হাজার
৬১১ জন। উত্তীর্ণদের পাঁচ বছরের মধ্যে মেধা তালিকার ক্রমানুসারে নিয়োগ দেয়ার কথা।
কিন্তু মেধা তালিকা অনুসরণ না করেই ১০ হাজারের মতো নিয়োগ দেয়ার পর সরকার
নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে মেধা তালিকার প্রথমে থাকা অনেকেও এই নিয়োগ থেকে
বঞ্চিত হন। আইনজীবী ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া জানান, এ নিয়োগের জন্য নির্দেশনা চেয়ে
প্যানেলভুক্ত ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার জহিরুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ সদর
উপজেলার জাকির হোসেন, টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সেলিনা আক্তার এবং
ঝালকাঠির সুলতানা খানম ও ইসমাত জাহানসহ বিভিন্ন জেলার ১৭৫ জন হাইকোর্টে পৃথক
দুটি রিট করেন। এসব রিটের শুনানি শেষে এ রুল জারি করেন। এর আগে ১৫ ডিসেম্বর
একই বেঞ্চ পৃথক তিনটি রিটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ২৬৮ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেন।
এরপর বেশ কয়েকশ জনকে নিয়োগ প্রশ্নে রুলও জারি করেছেন এই বেঞ্চ।